ফর্ম জে (২) **কলকাতা হাইকোর্টের**

সাংবিধানিক রিট এক্তিয়ার

আপীল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী

২০২০ সালের ডব্লিউ.পি.এ ৮৩১২

আই.এ নম্বর ক্যান /১/২০২০ সহ

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বনাম

সঞ্জয় সূত্রধর ও অন্যান্য।

আবেদনকারীর জন্যঃ	শ্রী বিশ্বম্ভের ঝা
উত্তরদাতা নং ১-এর জন্যঃ	শ্রী নয়ন রক্ষিত
শুনানি	২২.১১.২০২৩
রায়	**২২.১১.২০২৩**

বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী

১. বর্তমান রিট পিটিশনটি কলকাতার কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত ১১ই নভেম্বর, ২০১৯ তারিখের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা হয়েছে।

২. নথি থেকে জানা যায় যে, ১ নং উত্তরদাতার নিয়োগ প্রত্যাখ্যান এবং পুনর্বহালের জন্য তাঁর দাবির ক্ষেত্রে একটি সমঝোতার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছিল। বিবাদী নং ১-এর যুক্তি ছিল যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ২২ বছর চাকরি করার পরেও, আবেদনকারী, ১লা জানুয়ারী, ১৯৮৬ থেকে, হঠাৎ করেই আবেদনকারীর প্রধান ব্যবস্থাপকের মৌখিক আদেশের ভিত্তিতে,

উত্তরদাতা নং ১-এর চাকরি বাতিল করা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গেই সমঝোতার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছিল। আবেদনকারী উক্ত সমঝোতার কার্যক্রমে অংশ নিয়েছিলেন। ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০১০ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে উপযুক্ত সরকারকে ব্যর্থ করে এই সমঝোতা, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, শিল্প বিরোধ আইনের (সংক্ষেপে উক্ত আইন) ধারা ১০-এর উপ-ধারা (ঘ) এবং উপ-ধারা (২ক) দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে কেন্দ্রীয় সরকার শিল্প ট্রাইব্যুনাল-কাম-শ্রম আদালত, কলকাতায় বিচারের জন্য পক্ষগুলির মাঝে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রণয়ন করে:-

<u>সময়সূচী</u>

> *" নিয়োগকর্তা-কর্মচারী সম্পর্ক বিদ্যমান কিনা শ্রী সঞ্জয় সূত্রধর এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মধ্যে হিল কার্ট রোড শাখা, শিলিগুড়ির সাথে ভারতের সম্পর্ক? যদি হ্যাঁ, শ্রী সঞ্জয় সূত্রধরের অবসান কি না পরিষেবা থেকে ডাবলু ই এফ. ৩১ শে ডিসেম্বর, ২০০৭ ন্যায়সঙ্গত এবং আইনি? শ্রমিকের কী ত্রাণ পাওয়ার অধিকারী?"*

৩. উপরোক্ত অনুসারে, আবেদনকারী এবং বিবাদী নং ১ এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন উভয়ই রেফারেন্সে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আবেদনকারী বিজ্ঞ কেন্দ্রীয় সরকার শিল্প ট্রাইব্যুনালের (এখানে ট্রাইব্যুনাল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) সামনে একটি দাবির আবেদন দাখিল করেছিলেন। আবেদনকারী অন্যান্য বিষয়ের সাথে একটি লিখিত বিবৃতিও দাখিল করেছিলেন, যেখানে দাবি করা হয়েছিল যে বিবাদী নং ১ একজন বহিরাগত পরিষেবা প্রদানকারী হিসাবে পরিষেবা প্রদানের জন্য নিযুক্ত ছিলেন এবং তিনি তার অর্থ (কমিশন) সংগ্রহ করছিলেন,

গ্রাহকদের এই ধরনের পরিষেবা প্রদানের পরিবর্তে এবং শাখার পিসি এবং ইন্টারকম পরিষ্কার করার জন্য নামমাত্র চার্জও প্রদান করা হয়েছিল। আবেদনকারীর মতে, বিবাদী নং ১ কে কর্মী নিয়োগের পদ্ধতি অনুসরণ করে ব্যাংক কর্মী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়নি এবং তিনি কখনও অস্থায়ী কর্মী হিসেবে নিযুক্ত হননি বা কাজ করেননি।

৪. প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে, বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, ১১ই নভেম্বর, ২০১৯-এ একটি আদেশ পাস করতে পেরে খুশি হয়েছিল, যার মাধ্যমে উত্তরদাতা নং ১-কে অবিচ্ছিন্ন চাকরিতে থাকতে বলা হয়েছিল এবং প্রকৃতপক্ষে রেফারেন্সের তারিখের আগের ১২ ক্যালেন্ডার মাসের সময়কালে ২৪০ দিনেরও বেশি সময় ধরে কাজ করেছিলেন। এই বিষয়টি বিবেচনা করে, বিদ্বান ট্রাইব্যুনালের অভিমত ছিল যে উত্তরদাতা নং ১-কে উক্ত আইনের ধারা ২৫এফ-এর অধীনে সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।অধিকন্তু, যেহেতু এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, উক্ত আইনের ২৫এফ ধারার বিধান মেনে না গিয়ে আবেদনকারী কর্তৃক ১ নং প্রত্যর্থীকে বরখাস্ত করা হয়েছিল, তাই এই সমাপ্তি অবৈধ বলে বিবেচিত হয়েছিল এবং সেই হিসাবে, ১ নং প্রত্যর্থীকে অবিচ্ছিন্ন চাকরিতে বলে মনে করা হয়েছিল এবং তদনুসারে, ৫০ শতাংশ বকেয়া মজুরি দিয়ে পুনর্বহালের অধিকারী বলে মনে করা হয়েছিল। উপরোক্ত রায়টি যথাযথ সরকার ১২ " তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে প্রকাশ করেছিল ডিসেম্বর, ২০১৯।

৫. উপরোক্ত রায়কে চ্যালেঞ্জ করে বর্তমান রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে। বর্তমান কার্যধারা প্রবর্তনের ফলস্বরূপ, উত্তরদাতা নং ১ উক্ত আইনের ১৭বি ধারার অধীনে একটি আবেদন দায়ের করেছিলেন। ৪ মার্চ, ২০২১ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, এই আদালতের একটি সমন্বয় বেঞ্চ আবেদনকারীকে প্রতি মাসের ৭ দিনের মধ্যে রিট পিটিশনের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ২০২১ সালের এপ্রিল মাস থেকে তার পক্ষে বিতরণ করার জন্য উত্তরদাতা নং ১ দ্বারা টানা শেষ মজুরির পঞ্চাশ শতাংশ প্রদানের নির্দেশ দিয়ে উক্ত আবেদনটি নিষ্পত্তি করতে সন্তুষ্ট হয়েছিল।

৬। শুরুতে রিট আবেদনকারীর প্রতিনিধিত্বকারী বিদ্বান আইনজীবী জনাব ঝা বলেন যে, আবেদনকারী ৪ঠা মার্চ, ২০২১ তারিখে কো-অর্ডিনেট বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ মেনে নিয়মিতভাবে শেষ অঙ্কিত মজুরির ৫০ শতাংশ প্রদান করছেন। তিনি বলেন যে, সংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যে নিয়োগকর্তা-কর্মচারী সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল উত্তরদাতা নং ১-এর পক্ষে রেফারেন্স নির্ধারণের ক্ষেত্রে এক্তিয়ারগত ত্রুটি করেছে। এটি জমা দেওয়া হয় যে উত্তরদাতা নং ১ বাইরের সংস্থা দ্বারা নিযুক্ত ছিলেন। প্রাথমিকভাবে তিনি শাখা পরিদর্শনকারী গ্রাহকদের দ্বারা শাখার বাইরে পার্ক করা দু 'চাকার গাড়িগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করছিলেন। পরবর্তীকালে, আবেদনকারীর কাছে যাওয়ার পরে, তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার এবং ধুলো ঝাড়ার নির্দিষ্ট কাজ দেওয়া হয়েছিল ।

তাঁর কোনও নির্দিষ্ট দায়িত্ব ছিল না এবং মাঝে মাঝে দিনে এক ঘন্টার জন্য শাখা পরিদর্শন করেন। উত্তরদাতা নং ১-এর অবস্থা অস্থায়ী বা নৈমিত্তিক নয়। উত্তরদাতা নং ১ এমনকি নিয়োগপত্রও হাজির করতে পারেননি। শ্রী ঝা-র মতে, উভয় পক্ষের মধ্যে কোনও নিয়োগকর্তা-কর্মচারী সম্পর্ক নেই। তবে, উপরোক্ত দিকগুলি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে ট্রাইব্যুনাল এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে, উত্তরদাতা নং ১ আবেদনকারীর সাথে রেফারেন্সের আগে গত ১২ মাসে ২৪০ দিনেরও বেশি সময় ধরে অবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করেছিলেন। ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত উপরোক্ত সিদ্ধান্তটি কোনও প্রমাণের ভিত্তিতে নয় এবং তাই, এই আদালতের ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায়টি বাতিল করা উচিত। তাঁর এই যুক্তির সমর্থনে যে, নিয়োগ/পুনর্বহালের দাবি করা কোনও ব্যক্তির পক্ষে কোনও সুবিধা দেওয়া উচিত নয়, যিনি নিয়মিত পদ্ধতি অনুসরণ করে নিযুক্ত হননি, তিনি কর্ণাটক রাজ্যের সচিব এবং অন্যান্য বনাম উমা দেবী (৩) এবং অন্যান্যদের (২০০৬) ৪ এস. সি. সি ১-এ রিপোর্ট করা ভারতের সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ের উপর নির্ভর করেছেন।

৭. বিপরীতে, বিবাদী নং ১ এর প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ আইনজীবী মিঃ রক্ষিত দাখিল করেন যে বিবাদী নং ১ আবেদনকারীর চাকরি প্রত্যাখ্যানের আগে ২২ বছরেরও বেশি সময় ধরে আবেদনকারীর সাথে কাজ করেছিলেন। বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালে বিবাদী নং ১ এর পক্ষে দাখিল করা দাবির আবেদনে দেওয়া বক্তব্যের প্রতি এই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে

বিশেষ করে ২,৩,৫ এবং ১৬ অনুচ্ছেদে করা অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে, তিনি বলেন যে, কেবলমাত্র ১ নম্বর উত্তরদাতা আবেদনকারীর সঙ্গে যুক্ত থাকার আবেদনই করেননি, তিনি ব্যাঙ্ক থেকে মজুরিও পেয়েছিলেন। আবেদনকারীর পক্ষ থেকে দায়ের করা লিখিত বিবৃতিটি এই আদালতে পেশ করে তিনি বলেন যে, ১ নম্বর উত্তরদাতা ১২টি ক্যালেন্ডার মাসের একটি ব্লক সময়ের মধ্যে, ১৯৮৬ থেকে ২০০৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত, ২৪০ দিনের বেশি সময় ধরে কাজ করার বিষয়ে কোনও অস্বীকার নেই। ১ নম্বর উত্তরদাতার কাছে মজুরি প্রদানের বিষয়েও কোনও অস্বীকার নেই।নথি এবং প্রমাণ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, ১৯৮৬ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে ১ নম্বর বাদী আবেদনকারী ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং ১ নম্বর উত্তরদাতার সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জারি করা ক্রেডিট ভাউচারের মাধ্যমে মজুরি প্রদানের বিষয়টিও প্রমাণিত হয়েছে। ১ নম্বর উত্তরদাতার মৌখিক সাক্ষ্য, আবেদনকারীর দ্বারা মজুরি প্রদান সহ, অনিয়ন্ত্রিত রয়ে গেছে। এটি জমা দেওয়া হয় যে, নথিপত্রের ভিত্তিতে একটি বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পরে, এই আদালত অসাধারণ রিট এখতিয়ার প্রয়োগ করে এটিকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয় না তাঁর পূর্বোক্ত বিতর্কের সমর্থনে একটি সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চের রায়-এর উপর নির্ভরতা স্থাপন করা হয়েছে,

সৈয়দ ইয়াকুব বনাম কে. এস. রাধাকৃষ্ণন এবং অন্যান্যদের মামলায় আদালত, এ. আই. আর ১৯৬৪ এস. সি. সি ৪৭৭-এ রিপোর্ট করেছে,

৮. তিনি আরও বলেন যে হস্তক্ষেপের জন্য কোনও মামলা করা হয়নি, রিট পিটিশন খারিজ করা উচিত।

৯. সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবীদের বক্তব্য শুনেছেন এবং নথিতে থাকা উপাদানগুলি বিবেচনা করেছেন। এটি লক্ষ্য করা গেছে যে, সমঝোতার কার্যধারার ব্যর্থতার ভিত্তিতে, উপযুক্ত সরকার ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০১০ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, বিবাদগুলি বিচারের জন্য কলকাতার কেন্দ্রীয় সরকারি শিল্প ট্রাইব্যুনাল-কাম-শ্রম আদালতে পাঠাতে রাজি হয়েছিল। পরবর্তীকালে, ৭ই মার্চ, ২০১১ তারিখের একটি সংযোজন দ্বারা, উপযুক্ত সরকার, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, শ্রমিকের নাম ও ঠিকানার ক্ষেত্রে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করে উক্ত রেফারেন্সটি সংশোধন করতে রাজি হয়েছিলঃ

“ সংযোজন

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এবং শ্রী সঞ্জয় সূত্রধরের মধ্যে শিল্প বিরোধ সম্পর্কিত এই মন্ত্রকের জোড় নম্বরের আদেশে, সিরিয়াল নম্বর ৩-এর নীচে, নিম্নলিখিত নাম এবং ঠিকানার কর্মচারীকে নতুন সিরিয়াল নম্বর ৩এ-তে যুক্ত হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

"শ্রী সঞ্জয় সুত্রধার

রথখোলা, পি. ও. রবীন্দ্র সরণি,

শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৬ (ডাব্লু. বি.) "

১০. উপরোক্ত অনুসারে, ২০১১ সালের ২৮শে মার্চ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে মাননীয় ট্রাইব্যুনাল পক্ষগুলিকে তাদের নিজ নিজ বিবৃতি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথি দাখিল করার নির্দেশ দিয়েছিল।

১১. উপরোক্ত নির্দেশের অনুসরণে কেবলমাত্র ১ নং প্রত্যর্থীই নয়, আবেদনকারীও তার যুক্তি দাখিল করেছেন। যদিও, জনাব ঝা, বিদ্বান উকিল কঠোরভাবে যুক্তি দিয়েছেন যে আবেদনকারী এবং ১ নং প্রত্যর্থীর মধ্যে কোনও নিয়োগকর্তা-কর্মচারী সম্পর্ক নেই তার লিখিত বিবৃতির ৫ নং অনুচ্ছেদ উল্লেখ করে যেখানে বলা হয়েছে যে, ১ নং প্রত্যর্থী বাইরের পরিষেবা প্রদানকারী হিসাবে পরিষেবা প্রদানের জন্য নিযুক্ত ছিলেন, এটা বলা হয়েছে যে উত্তরদাতা নং ১ একজন বহিরাগত পরিষেবা প্রদানকারী হিসাবে পরিষেবা প্রদানের জন্য নিযুক্ত ছিলেন, জনাব ঝা, তবে, পূর্বোক্ত লিখিত বিবৃতি বা রেকর্ড থেকে কোন সংস্থার নাম সনাক্ত করতে পারেননি যার উত্তরদাতা নং-১ নিযুক্ত ছিলেন। হাতে থাকা মামলায় এবং রেকর্ডে থাকা উপকরণের ভিত্তিতে এটি প্রতীয়মান হয় যে ট্রাইব্যুনাল নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করে নিম্নলিখিত ফলাফলগুলি ফিরিয়ে দিয়েছে:

> *'৮. মৌখিক প্রমাণ হিসাবে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক বলেছেন যে, ১৯৮৬ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত তিনি ব্যাঙ্কের ক্যাজুয়াল সাব-স্টাফ হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন, যার জন্য তাঁকে ২০০৬ সালের জানুয়ারি থেকে প্রতি মাসে ৮০০ টাকা থেকে শুরু করে.২০০০ টাকা ২০০৫ পর্যন্ত এবং তার পরে ২৫০০-টাকা পর্যন্ত বেতন দেওয়া হয়েছিল। তাঁর দায়িত্ব ছিল কর্মচারীদের সাইকেল, স্কুটার ইত্যাদি এবং গ্যারেজে শাখা ব্যবস্থাপকের গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ করা। তাঁর সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৩০৬৩৭ ক্রেডিট ভাউচারের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করা হয়েছিল*

ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে মৌখিক প্রমাণ দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের বিবৃতি। অতএব সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের দাবি যে নিয়োগকর্তার মধ্যে সম্পর্ক ছিল তা অবিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই এবং কর্মচারী।

৯.....

১০.অতএব, যদি কোনও শ্রমিক এক বছরেরও কম সময়ের জন্য অবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে থাকেন, তা হলে নিয়োগকর্তাকে ২৫এফ ধারায় প্রদত্ত নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। ১৯৪৭ সালের আইনের ২৫বি ধারায় 'অবিচ্ছিন্ন পরিষেবা' শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যে অনুযায়ী কোনও শ্রমিক এক বছরের জন্য অবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে থাকেন, যদি রেফারেন্সের তারিখের আগে ১২ ক্যালেন্ডার মাসের সময়কালে তিনি প্রকৃতপক্ষে ২৪০ দিনের কম সময়ের জন্য কাজ করে থাকেন। সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের ক্ষেত্রে তিনি পূর্ববর্তী ১২ মাসে ২৪০ দিন ধরে কাজ করেছেন। অতএব, ১৯৪৭ সালের আইনের ২৫এফ ধারার অধীনে প্রদত্ত সুরক্ষাকে অস্বীকার করা যাবে না উপরে যেমন দেখা গেছে, সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের দাবি যে তিনি ১৯৮৬ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত একটানা কাজ করেছেন তা ব্যাঙ্ক অস্বীকার করেনি, শুধু এই বলে যে তিনি কেবল বাইরের পরিষেবা প্রদানকারী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন যার জন্য ব্যাঙ্ক কোনও প্রমাণ দেয়নি। অতএব, সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের অনিয়ন্ত্রিত প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে অবিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই যে তিনি রেফারেন্সের তারিখের আগে ১২ ক্যালেন্ডার মাসের সময়কালে ২৪০ দিনের বেশি কাজ করেছিলেন। ব্যাঙ্ক ২৪০ দিনের চাকরিতে নিযুক্ত অস্থায়ী কর্মচারীদের শোষণের বিষয়ে ১২ই মার্চ, ১৯৯১ তারিখে একটি বিজ্ঞপ্তিও জারি করেছিল। এই বিজ্ঞপ্তি হল ই.এক্স.টি-০৪ যা ব্যবস্থাপনা দ্বারাও দাখিল করা হয়।"

১২. আমি পক্ষগুলির দায়ের করা আবেদনগুলি এবং তার দ্বারা পরিচালিত প্রমাণগুলি স্ক্যান করেছি। স্বীকারযোগ্যভাবে আবেদনকারীর পক্ষ থেকে কোনও অস্বীকার নেই, উত্তরদাতা নং ১-এর নিযুক্তির বিষয়ে এবং উত্তরদাতা নং ১-এর বিষয়ে, যিনি ১৯৮৬ থেকে ডিসেম্বর, ২০০৭ পর্যন্ত বেশ কয়েক বছর ধরে ১২ ক্যালেন্ডার মাসের একটি ব্লক সময়ের মধ্যে ২৪০ দিনেরও বেশি সময় ধরে কাজ করেছেন। এমন পর্যাপ্ত উপকরণ রয়েছে যার ভিত্তিতে পূর্বোক্ত হিসাবে সত্যিকারের অনুসন্ধানটি বিজ্ঞ ট্রাইবুনেল দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে। স্বীকারযোগ্যভাবে, এটি এমন কোনও মামলা নয় যেখানে ট্রাইবুনেল কোনও ভিত্তি ছাড়াই উপরোক্ত ফলাফলগুলি ফেরত দেয়। আবেদনগুলি কেবল বিনিময় করা হয়নি বরং নথিগুলি যথাযথভাবে প্রদর্শিত হয়েছিল। আমি দেখতে পাচ্ছি যে সৈয়দ ইয়াকুবের (উপরে) ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট তার ৭ অনুচ্ছেদে,অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নরূপ রেকর্ড করতে পেরে খুশি হয়েছেঃ

> *৭. ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে শংসাপত্র জারি করার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের এখতিয়ারের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে প্রশ্নটি এই আদালত প্রায়শই বিবেচনা করেছে এবং সেই পক্ষে প্রকৃত আইনি অবস্থান আর সন্দেহের মধ্যে নেই। নিম্নতর আদালত বা ট্রাইবুনেল দ্বারা সংঘটিত এখতিয়ারের ত্রুটিগুলি সংশোধন করার জন্য একটি শংসাপত্রের রিট জারি করা যেতে পারেঃ এগুলি এমন মামলাগুলি যেখানে এক্তিয়ার ছাড়াই নিম্নতর আদালত বা ট্রাইবুনেল দ্বারা আদেশ পাস করা হয়, বা এর অতিরিক্ত হয়, বা এখতিয়ার প্রয়োগ করতে ব্যর্থতার ফলস্বরূপ। একইভাবে একটি রিট জারি করা যেতে পারে যেখানে তার উপর প্রদত্ত এখতিয়ার প্রয়োগ করে, আদালত বা ট্রাইব্যুনাল অবৈধভাবে বা যথাযথভাবে কাজ করে, উদাহরণস্বরূপ, এটি*

কোনও সুযোগ না দিয়ে কোনও প্রশ্নের সিদ্ধান্ত নেয়, আদেশ দ্বারা প্রভাবিত পক্ষের কাছে শোনা যায়, বা যেখানে বিরোধ মোকাবেলায় গৃহীত পদ্ধতি প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতির বিরোধী। তবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই যে সার্টিওরারি রিট জারি করার এখতিয়ার একটি তত্ত্বাবধায়ক এখতিয়ার এবং এটি প্রয়োগকারী আদালত আপিল আদালত হিসাবে কাজ করার অধিকারী নয়। এই সীমাবদ্ধতার অর্থ অগত্যা প্রমাণের প্রশংসার ফলস্বরূপ নিম্নতর আদালত বা ট্রাইব্যুনাল দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যের ফলাফলগুলি পুনরায় খোলা বা রিট কার্যধারায় প্রশ্ন করা যাবে না।নথির সামনে আপাতদৃষ্টিতে দৃশ্যমান কোনও আইনি ত্রুটি রিটের মাধ্যমে সংশোধন করা যেতে পারে, তবে কোনও ভুল নয়, তা যতই গুরুতর মনে হোক না কেন। ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নথিভুক্ত কোনও তথ্যের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে, একটি প্রত্যয়নপত্র জারি করা যেতে পারে যদি এটি দেখানো হয় যে, উক্ত অনুসন্ধানটি নথিভুক্ত করার সময় ট্রাইব্যুনাল ভুলভাবে গ্রহণযোগ্য এবং বস্তুগত প্রমাণ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে, অথবা ভুলভাবে অগ্রহণযোগ্য প্রমাণ গ্রহণ করেছে যা বিতর্কিত অনুসন্ধানকে প্রভাবিত করেছে। একইভাবে, যদি কোনও তথ্য কোনও প্রমাণের ভিত্তিতে না পাওয়া যায়, তবে এটি আইনের ত্রুটি হিসাবে বিবেচিত হবে যা প্রত্যয়নপত্রের রিট দ্বারা সংশোধন করা যেতে পারে।যাইহোক, এই শ্রেণীর মামলাগুলি মোকাবেলা করার সময়, আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে ট্রাইব্যুনাল দ্বারা নথিভুক্ত তথ্যের একটি অনুসন্ধানকে এই ভিত্তিতে প্রত্যয়পত্রের রিটের জন্য কার্যধারায় চ্যালেঞ্জ করা যাবে না যে ট্রাইব্যুনালের সামনে উপস্থাপিত প্রাসঙ্গিক এবং বস্তুগত প্রমাণ অপর্যাপ্ত ছিল বা বিতর্কিত ফলাফল বজায় রাখার জন্য অপর্যাপ্ত ছিল।পর্যাপ্ততা বা প্রমাণের পর্যাপ্ততা একটি বিন্দুতে পরিচালিত করে এবং

এই সিদ্ধান্ত থেকে যে তথ্য বের করা হবে তা ট্রাইব্যুনালের একচেটিয়া এখতিয়ারের মধ্যে রয়েছে এবং উক্ত বিষয়গুলি কোনও রিট কোর্টের সামনে উত্থাপন করা যাবে না। এই সীমার মধ্যেই ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে হাইকোর্টগুলিকে প্রত্যয়নপত্র জারি করার জন্য প্রদত্ত এখতিয়ার বৈধভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে (হরি বিষ্ণু কামাথ বনাম সৈয়দ আহমেদ ইশাক[(১৯৫৫) ১ এস. সি. আর ১১০৪] নাগেন্দ্র নাথ বোরা বনাম পার্বত্য বিভাগ ও আপিলের কমিশনার অসম [(১৯৫৮) এস. সি. আর ১২৪০] এবং কৌশল্যা দেবী বনাম বচিত্তর সিং [এ. আই. আর ১৯৬০ এস. সি ১১৬৮] ।

১৩. উপরোক্ত বিষয়টিকে বিবেচনা করে এবং যেহেতু এটি কোনও প্রমাণের ভিত্তিতে কোনও রায় ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্বান ট্রাইব্যুনালের মামলা নয়, তাই আমি মনে করি যে এই আদালতকে বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল দ্বারা ইতিমধ্যে ফেরত দেওয়া প্রকৃত ফলাফলগুলি সরিয়ে দেওয়ার জন্য ডাকা যাবে না। রেফারেন্সটি নৈমিত্তিক কর্মচারীর শোষণ বা উত্তরদাতা নং ১-এর স্থায়ী কর্মসংস্থানের সাথে সম্পর্কিত ছিল না। আবেদনকারী উমা দেবী (৩) এবং অন্যান্যদের (উপরে) ক্ষেত্রে যে রায়ের উপর নির্ভর করেছিলেন, আমি আশঙ্কা করছি, তা বর্তমান মামলার তথ্যে প্রযোজ্য নয়।

১৪. আমার মতে আবেদনকারীর দ্বারা হস্তক্ষেপের কোনও মামলা করা হয়নি। লার্ড ট্রাইব্যুনাল দ্বারা কোনও এক্তিয়ারগত ত্রুটি করা হয়েছে বলে মনে হয় না। রিট পিটিশনটি এইভাবে ব্যর্থ হয় এবং সেই অনুযায়ী বাতিল।

১৫. রিট পিটিশন খারিজ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, আমি মনে করি যে ২০২০ সালের সিএএন ১ হিসাবে এই আবেদনে আর কোনও আদেশ পাস করার প্রয়োজন নেই, সেই অনুযায়ী এটি নিষ্পত্তি করা হয়।

১৬. খরচ সম্পর্কে কোন আদেশ থাকবে না।

১৭. এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি এর জন্য আবেদন করা হয়, তাহলে হবে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার ভিত্তিতে পক্ষগুলিকে দেওয়া হয়।

(বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly